Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ এপ্রিল, ২০২১

৪৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৬ এপ্রিল, ২০২১, সোমবার, ১২ বৈশাখ, ১৪২৮

৬ষ্ঠ দফায় জেলায় ভোট শান্তিতেই

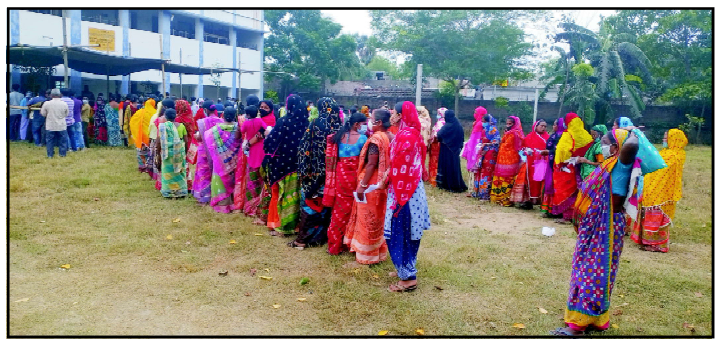

উপরে আউসগ্রাম বিধানসভার গুসকরায় ভোটারদের লাইন এবং নিচে পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের ভোটের লাইন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ এপ্রিল : রাজ্য বিধানসভার ষষ্ঠ দফার নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলার আটটি কেন্দ্রে ভোট পর্ব মোটামুটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। আজ ভাতার, পূর্বস্থলী উত্তর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, মঙ্গলকোট, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, আউশগ্রাম ও গলসি কেন্দ্রের নির্বাচন ছিল। গড়ে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে সর্বত্র। পূর্বস্থলীর দুটি কেন্দ্রে ভিভি প্যাট বিকল হওয়ায় কিছুক্ষণ ভোট বন্ধ থাকে। এছাড়া তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কেতুগ্রাম, কাটোয়া, মঙ্গলকোটেও ভোট হয়েছে নির্বিঘ্নে। কোথাও কোথাও পোলিং এজেন্টকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়। মানুষকে আটকানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু মানুষ ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে ভোট দিয়েছেন। ভাতার, আউশগ্রাম ও গলসিতে ভোট হয়েছে শান্তিতে। গলসিতে শিড়ড়াই বুথে ভয় দেখানোর অভিযোগ আসে। গলসির অন্যত্র ভোট পড়েছে স্বাভাবিকভাবে। সার্বিক ৮৮ শতাংশ ভোট পড়েছে আউশগ্রামে। স্যানিটাইজার, মাস্ক ব্যবহার হলেও কোভিড বিধি অনুযায়ী শারীরিক দূরত্ব মানা হয়নি কোথাও।

বিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সুনীল সাঁই প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ এপ্রিল, বর্ধমান : চলে গেলেন অবিভক্ত বর্ধমান জেলার জনবিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও বর্ধমান রাজ কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সুনীল সাঁই (৮৭)। আজ ভোর সাড়ে তিনটেয় নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে ছাত্র-গুণমুগ্ধ মানুষ ও পাড়া প্রতিবেশীরা দেখতে চলে আসেন ও শ্রদ্ধা জানান। প্রয়াত সুনীল সাঁই বর্ধমান শহরে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে অগ্রণী ভূমি রেখেছেন। বর্ধমান স্কাই ওয়াচার্স এ্যাসোসিয়েশন, বর্ধমান নেচার লাভারর্স এ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ৮০-র দশকের মাঝামাঝি জনবিজ্ঞান প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ জেলায় অন্যতম সংগঠক হিসেবে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। নিজে বাড়িতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। বহু দূর দূরান্ত থেকে রুগি এসে তাঁর পরিষেবা নিতো। তিনি পৌর রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৭ বর্ধমান পুরসভার কমিশনার হিসেবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। শহিদ শিব শঙ্কর সেবা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'স্বাস্থ্য ও মানুষ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। 'নতুন চিঠি' পত্রিকার আজীবন সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। বিজ্ঞানের পাতা দেখাশোনাও করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার। এদিন তাঁর মরদেহ রক্ত পতাকা দিয়ে সম্মাননা জানান সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষে নজরুল ইসলাম, জনার্দন রায়, তরুণ রায় প্রমুখ। শোকপ্রকাশ করেছেন নতুন চিঠি-র সম্পাদক ও তাঁর সহকর্মী জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, শিবশঙ্কর সেবা সমিতি, নতুন চিঠি, শিশু নিকেতন বিদ্যালয়-এর পক্ষ থেকে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর দেহ দান করা ছিল কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ দেহ না নেওয়ায় বর্ধমান নির্মল ঝিলে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা, দুই পুত্র নাতি-নাতনী বর্তমান। সুনীলবাবুর প্রয়াণে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ শোকস্তব্ধ হয়েছেন।

অধ্যাপক গৌরাঙ্গমোহন গুঁই প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ এপ্রিল : প্রয়াত হয়েছেন বর্ধমান রাজ কলেজের ইংরাজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক গৌরাঙ্গমোহন গুঁই (৮৬)। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৩ এপ্রিল কোলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অবসরের পর তিনি কলকাতায় থাকতেন। তাঁর দুই চিকিৎসক কন্যাকে রেখে গেছেন।

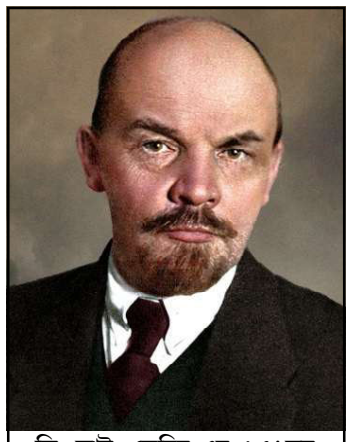

ভি. আই. লেনিন-এর ১৫২তম জন্মদিবস পালিত জেলা জুড়ে

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এর নির্বাচনী প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : এবারে নির্বাচনী প্রচারে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বর্ধমান শহর শাখা ব্যাপক প্রচারে সামিল হয়েছিল। সংগঠনের জেলা সম্পাদক পূজন সেনগুপ্ত জানিয়েছেন এবারে পথনাটিকা ও গানের মাধ্যমে তাঁরা প্রচার সেরেছেন। উদয় মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'বিপন্ন বাংলা' ১৭বার মঞ্চস্থ হয়েছে। ৫ এপ্রিল থেকে বর্ধমান শহর ও খণ্ডঘোষ বিধানসভা এলাকায় এই প্রচার সংগঠিত হয়।

কোভিড সচেতনতায় ছাত্র-যুবরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ এপ্রিল : করোনা ভাইরাস দ্বিতীয় পর্যায়ে যে মহামারির রূপ নিতে চলেছে তার থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ও ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। করোনা সচেতনতা নিয়ে তারা মাইক প্রচার ও মাস্ক বিলি শুরু করেছে। এদিন ডিওয়াইএফআই বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মাইক প্রচারে শামিল হন যুবকর্মীরা। কালনাতেও সংগঠনের কালনা শহর কমিটির উদ্যোগে চকবাজাচের সচেতনতা প্রচারে নামেন, লিফলেট, মাস্ক বিলি করা হয়। হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

তরুণ সাংবাদিক আশিষ ইয়েচুরি কোভিডে প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ এপ্রিল : কোভিডে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন তরুণ সাংবাদিক আশিষ ইয়েচুরি (৩৫) ২২ এপ্রিল। 'দ্য টাইমস্ অব ইন্ডিয়া', 'নেটওয়ার্ক-১৮', 'পুণে মিরর'-এ কাজ করেছেন। বর্তমানে 'নিউড ল্যান্ড্রী'-তে সহকারি সম্পাদক পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর অকাল মৃত্যুতে 'নতুন চিঠি' গভীর শোক প্রকাশ করছে।

এক সাধারণ পাঠকের অনুভবের কথা

কল্যাণী ভট্টাচার্য

কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক শঙ্খ ঘোষ চলে গেলেন। অকালে নয়, সকালেও নয়, পরিণত বয়সে এই চলে যাওয়া। তবু বড় বেদনার মতো মনে হয় এই মৃত্যুকে। মারণ করোনা তাঁকে ছিনিয়ে না নিলে হয়তো আরো কিছুদিন থেকে যেতেন।

একটা সময় ছিল যখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বব্যাপী। আমাদের ছাত্রজীবনে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বাদ দিয়ে ভাবতেই পারতাম না। তারপর কবিতার পালাবদল হল। জীবনানন্দ রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে হাঁটলেন। এলেন আরো অনেক নতুন পথের পথিক কবির দল। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অলক রঞ্জন, শক্তি-সুনীল কত আর নাম করব। এইসব দিক্‌পাল কবিরা একে একে সকলেই বিদায় নিয়েছেন; এবার শঙ্খ ঘোষও বিদায় নিলেন।

শঙ্খ ঘোষের আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। তাঁর আসল নাম হল 'চিত্তপ্রিয়'। এই নামটি 'শঙ্খ' নামের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মায়ের নাম কমলাবালা আর বাবা স্বনামধন্য স্কুল শিক্ষক মনীন্দ্রকুমার ঘোষ। তিনি অধ্যাপনা করেছেন বঙ্গবাসী কলেজ, সিটি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্বভারতী এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন।

তাঁর লেখা অসংখ্য বই। প্রথম বইয়ের নাম 'দিনগুলি রাতগুলি'। তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করছি— 'বাবরের প্রার্থনা', 'মূর্খ বড় সামাজিক নয়', 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'। এছাড়াও বহু কাব্য তিনি রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও তাঁর অনেক লেখা। পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথকে যেন নতুন করে তুলে ধরেছেন। 'এ আমির আবরণ', 'কালের যাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক', 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' পড়তে গিয়ে পাঠক একটা অন্য জগতে চলে যান। 'শঙ্খ ঘোষের জার্নাল' বইটির কথা খুব মনে পড়ে। ১৯৭৮ সালে শান্তিনিকেতনে বসে যে লেখাগুলি তিনি লিখেছিলেন সেই নিভৃত ব্যক্তিগত লেখাগুলি যখন বই হয়ে বেরোল বাংলা সাহিত্যে যেন নূতন একটি ধারা সংযোজিত হল। ছিন্ন মুহূর্তের এই সব লেখাগুলি পাঠকের কাছে এত সমাদর পাবে তা বোধ হয় তিনিও ভাবতে পারেননি।

আমাদের যৌবনের দিনে ষাট-এর দশকে শঙ্খ ঘোষ আমাদের বন্ধুদের মুখে মুখে ঘুরতেন। শঙ্খ ঘোষের স্ত্রী প্রতিমা ঘোষ (পি.জি) বিদ্যাসাগরে পড়াতেন, বিদ্যাসাগরের বন্ধুরা মিলে ঠিক করল আমরা শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে যাবো। একথা উল্লেখের তাৎপর্য এই যে শঙ্খ ঘোষ তখনই কিরকম প্রিয় ছিলেন।

সে অনেক দিন আগের কথা। ১৯৫১ সাল তখন। ক্ষুধিত মানুষেরা মিছিল করেছিল খাদ্যের দাবিতে। এই মিছিলের উপর গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল অনেকেই। মৃত্যু হয়েছিল এক কিশোরের। কবিকে ভাবিয়ে তুলেছিল, স্বাধীনতার পরেও শুধু খাদ্যের দাবিতে কেন মৃত্যুবরণ করতে হবে? তখনি সৃষ্টি হল— এই কবিতাটি—

''যমুনাবতী সরস্বতী কাল
যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে
বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে''

আমাদের সমাজ জীবনে যখনি কোনো সঙ্কট দেখা দিয়েছে স্বল্পভাষী এই মানুষটি চুপ করে থাকেননি—''প্রতাপ মত্ততা এবং প্রতাপ অন্ধতা কোন সরকারের পক্ষে সর্বনাশের সূচক।''.... ''ক্ষোভ আর প্রতিবাদের প্রকাশকেই ধরে নিচ্ছি শত্রুপক্ষীয় আচরণ।'' ইন্দিরা গান্ধী যখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন তখনও বাক্ স্বাধীনতাকে খর্ব করা তিনি সমর্থন করেননি।

'আনন্দমেলা' পত্রিকা যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন 'কুন্তক' নামে তিনি ছোটদের উপযোগী ভাষা শিক্ষা দিতেন।

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২৬ এপ্রিল, ২০২১

অতিমারির রাজনীতি

ভোটের আগে 'দিদিকে বলো', 'দুয়ারে সরকার' এইসব রকমারি চমক দিয়ে বাজিমাত করতে চেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু নীতিহীন এই দলের বে-পরোয়া তোলাবাজি, গুণ্ডাগিরি আর খেয়োখেয়িতে অতিষ্ঠ রাজ্যবাসী আর তাদের বিশ্বাস করতে রাজি নয়। অবস্থা বেগতিক দেখে শাসকদল তাই প্রচারের প্রতিটি পর্বে নতুন নতুন 'থিম' তুলে এনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল নিয়েছে। 'খেলা হবে' দিয়ে শুরু করে 'ভাঙা-পা', 'বহিরাগত', 'সি.আর.পি.এফ', 'শীতলকুচি', 'নির্বাচন কমিশন' হয়ে বর্তমানে তা 'ভ্যাক্সিন' ও 'অক্সিজেনে' এসে ঠেকেছে। সারা দেশে করোনার গ্রাফ যখন ঊর্ধ্বমুখী, অতিমারির সঙ্গে যুক্ত ভ্যাক্সিন ও অক্সিজেনকে প্রচারের বর্ষামুখ করে শ্রীমতী হারা ম্যাচ জিততে চান। একথা সত্যি, 'লকডাউন' আর 'থালা বাজানো' ছাড়া অতিমারি সংকট মেকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী অন্য কোনো দিশা দেখাননি। কিন্তু ভোট প্রচারে শাসকদলের এই নতুন থিমের অবতারণা একটা নির্দিষ্ট ছক মেনেই করা হয়েছে।

আসলে তৃণমূলের রাজনীতিক ভাবনায় মানুষের রুটি, রুজি কর্মসংস্থান নিয়ে কোনো গঠনমূলক বক্তব্যই নেই। প্রচারের ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও সরকারের বিগত দশ বছরের স্কোরকার্ড খুব খারাপ। নেত্রী সেটা জানেন বলেই সেই দেউলিয়াপনা ঢাকতে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়ে এখনো প্রচারের কূটচালে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চান। তা না হলে হঠাৎ করে তিনি কেন্দ্রের কাছে পাঁচ কোটি চল্লিশ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন চেয়ে বসলেন কেন? যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত রাজ্যবাসীর দুটি ডোজ টিকাকরণের প্রয়োজন আছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সে দায়িত্ব পালনের ইচ্ছাও সঠিক এবং সঙ্গত। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ ভ্যাকসিন না চেয়ে তিনি যে সংখ্যার উল্লেখ করলেন তা ভ্যাকসিনকেও রাজনৈতিক চাল হিসেবে ব্যবহার করার দুরভিসন্ধি থেকে সেটা রাজ্যবাসীর বোঝা দরকার। চলতি ভোটার লিস্টকে ভিত্তি ধরলে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১৮ বছর ও তদোর্দ্ধ বয়সী মানুষের সংখ্যা ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ। জানুয়ারির ১৬ তারিখ থেকে ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, ১ মার্চ থেকে ষাটোর্দ্ধ ও ১১ এপ্রিল থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের ওপরের বয়সীদের টীকাকরণ শুরু হয়েছে। এই সাড়ে তিন মাসে প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ মিলিয়ে টিকা পেয়েছে মোট ১ কোটি মানুষ। তাই উল্লিখিত ডোজের ভ্যাকসিন যদি এক লপ্তে পাওয়াও যায়, বর্তমান হারে তা মানুষকে দিতে সময় লাগার কথা প্রায় দেড় বছর। ভ্যাকসিন কি ততদিন কার্যকর থাকবে? খবরে প্রকাশ, এ পর্যন্ত দেশে ১৩ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন দিতে গিয়ে ৪৬ লক্ষ ডোজ ভ্যাকসিন নষ্ট হয়েছে। তাই তাঁর দাবি যত না রাজ্যবাসীর কল্যাণে তার থেকে বেশি কূট রাজনৈতিক চাল চালার অভিপ্রায়ে তোলা হয়েছে।

ভ্যাকসিন নয় নতুন আবিষ্কার, তার উৎপাদন অঢেল নয়। কিন্তু অক্সিজেন? রাজ্যের মানুষ শয়ে শয়ে অক্সিজেনের অভাবে, হাসপাতালে বেডের অভাবে মৃত্যুর মুখে পড়াই ভবিতব্য হিসেবে মেনে নেবে? ভোটের আগেই প্রায় ৪৩০০ ক্লাবকে মুখ্যমন্ত্রী ৮৩ কোটি টাকা খয়রাতি করেছেন। একই সময়ে কেরলের বামপন্থী সরকার ৫৮ কোটি টাকা খরচ করে অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বাংলার অক্সিজেন উত্তরপ্রদেশে যাচ্ছে বলে নির্বাচনী আসর গরম করছেন, আর কেরল সরকার উদ্বৃত্ত অক্সিজেন পাশের রাজ্যে রপ্তানি করে দেশবাসীর প্রাণ বাঁচাচ্ছে। ৩৫ কোটি টাকা খরচ করে আধুনিক হাসপাতাল বানানো যায়। তিনি গড়েননি, গণ্ডী কেটে দায় সেরেছেন। সমান অপরাধী কেন্দ্রীয় সরকার। অতিমারির কঠিন সময়েও গত আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের আগে 'ভূমিপূজন' অনুষ্ঠানে মেতেছেন। মন্দির নির্মাণে অনুমিত ব্যয় ১১০০ কোটি টাকা, যাতে দেশে কমপক্ষে তিনটি এইমস-সম চিকিৎসালয় নির্মাণ করা যেত। কেরলে প্রতি পঞ্চায়েত এলাকায় বিগত এক বছরে ১০০ বেডের কোভিড হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়ে গেছে। হিন্দু ভোট পেতে মরিয়া মাননীয়া ক্লাবগুলোকে দুর্গাপুজোর অনুদান ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫,০০০ টাকা করেছেন। কেরল সরকার চাষিদের পাশে দাঁড়াতে ধানের কুইন্টাল পিছু ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১৮১৫ টাকার ওপর ৮৬৫ টাকা বোনাস দিয়েছে। এ রাজ্যে বোনাস ২০ টাকা মাত্র, তাও কে পায় তা কেউ জানে না।

আসলে জনদরদী ভেক ধরলেই জনকল্যাণ করা যায় না, তার জন্য দরকার সুসংহত পরিকল্পনা ও তার সঠিক রূপায়ণ। এখানেই তফাৎ বিজয়ন আর মমতার। তাই এবার বিজয়নকেই চায় কেরলবাসী, বাংলা আর তার নিজের মেয়েকে চায় না।

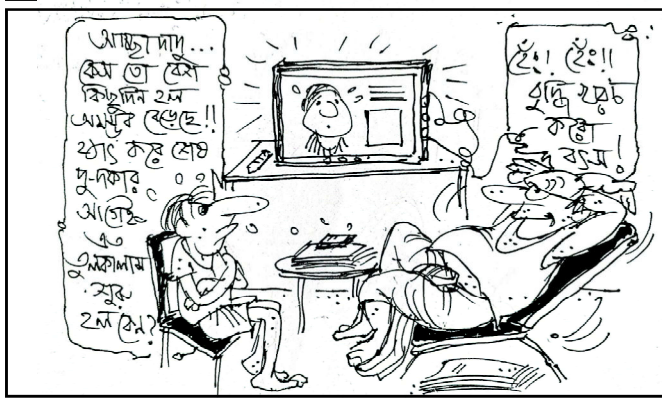

ঐতিহাসিক মে দিবস : ভারতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার কথা স্মরণ

অতনু হুই

করোনাকালের এক কঠিন দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। চূড়ান্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও ঐতিহাসিক মে দিবসে শ্রমজীবীর বিজয় বার্তা নিয়ে মিলিত হতে চলেছে পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণির অংশ হিসাবে এদেশের মানুষও।

এই সময় শ্রমিকশ্রেণির জীবন জীবিকার সামনে পৃথিবীজুড়েই নেমে এসেছে এক গাঢ় অমানিশা। ধনতন্ত্রের সংকট, বিশ্ব মন্দা ছিলই। এর সাথে করোনা অতিমারী যুক্ত হয়ে নিরন্ন মানুষের হাহাকার দুনিয়াকে নতুন কিছু প্রশ্নের সামনে হাজির করেছে। বহু নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও এই দ্রোহকালে লালঝাণ্ডা ঊর্ধ্বে তুলে মানুষের পাশে থাকার শপথ আমাদের নিতেই হবে। শ্রমজীবীর অধিকারগুলি খর্ব করেই এ সময় ধনতন্ত্র তার তীব্র সংকট থেকে মুক্তি পেতে চাইবে। কাজেই ছাঁটাই, মজুরিহ্রাস, ১২ ঘন্টার শ্রম দিবস, ওয়েজ ফ্রিজের মতো বহুমাত্রিক শোষণের ঘটনা চলতে থাকবে। বেকারি, বেরোজগারি, ক্ষুধা, অনাহারে মৃত্যুর দিনলিপির পাল্টা জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করেই।

আমাদের দেশে এবারের মে দিবস-সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের শতবর্ষপূর্তি করে ঐতিহ্যের বাড়তি বার্তা বহন করে চলেছে। দেশের শ্রমজীবীদের নেতৃত্ব দেবার প্রশ্নে এ সময় আমাদের যোগ্য হয়ে উঠতেই হবে। সর্ব অংশে জীবন জীবিকার সামনে যে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে তার মোকাবিলায় ঐতিহ্যবাহী সিআইটিইউ তার অতীত গৌরবগাথাকে অস্বীকার করতে পারে না।

বোম্বাইয়ের এম্পেয়ার থিয়েটারে ৩১ অক্টোবর থেকে ২ রা নভেম্বর, ১৯২০, অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, (AITUC) প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ভারতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়। সে সময় ভারতের অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব পার্টি তথা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠেনি।

সেই সময় ভারতে একদিকে প্রাচীন অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিলো (অবশিল্পায়ন) অন্যদিকে ধীরে ধীরে আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা তথা পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি গড়ে উঠেছিলো। (আধুনিকায়ন)। এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তি ছিলো ভারতে রেলপথ স্থাপন যে সম্পর্কে কাল মার্কস বলেছেন— ''রেলওয়ে ব্যবস্থা হবে ভারতের আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত''।

অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সংগ্রামের অংশ হিসেবে স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে দেশীয় শিল্প গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। দেশীয় কারখানা সহ ব্যাঙ্কিং, বিমা ব্যবস্থায় দেশীয় উদ্যোগ গড়ে ওঠে। এভাবে দেশীয় শিল্পের হাত ধরেই এদেশে শ্রমিকশ্রেণি ক্রমশ স্ফীত হয়ে ওঠে। তবে এই শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে কৃষি জীবনের পিছুটান, কুসংস্কার, বর্ণ, জাতিভেদের প্রভাব মুক্ত হবার সুযোগ তখনো সেভাবে ঘটেনি। কাজেই শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা থেকেই যায়।

মার্কস বলেছেন—''পুঁজিবাদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের কবর খননকারীর সৃষ্টি হয়। শ্রমিকশ্রেণীই এই কবর খননকারী''। শিল্প স্থাপনের প্রথম যুগে—কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহু কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল শ্রমিকশ্রেণিকে মতাদর্শগত ভাবে পুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যেমন— বাংলায় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক—শশীপদ ব্যানার্জি। অনুরূপভাবে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই থেকে 'দীনবন্ধু' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক—মেঘাজী লোখাণ্ডেও। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বরানগর ইনস্টিটিউট'। এটি ছিল শ্রমিকদের প্রথম 'নাইট স্কুল'। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়— 'বম্বে মিলহ্যান্ডস্ অ্যাসোসিয়েসন'। তবে কোন ভাবেই এটি সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না, তার ভ্রূণ বলা যেতে পারে।

এ দেশে-শিল্প শ্রমিকদের প্রথম যুগান্তকারী ধর্মঘট হলো—১৮৬২

সালের এপ্রিল মাসে। হাওড়া স্টেশনে বারোশো রেল শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। রেলপথ স্থাপনের (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) কয়েক বছরের মধ্যেই ঘটে যাওয়া এই ধর্মঘট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ধর্মঘট আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক 'মে দিবস'-এর আট ঘন্টা কাজের দাবিতে রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলীর বহু পূর্বেই ঘটেছিল। সেই অর্থে ভারতে এই ধর্মঘটের ঘটনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মে দিবসের পূর্বে এই ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে সলতে পাকানোর কাজ হিসাবে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য কয়েকটি ধর্মঘট—

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আওতাধীন—মাংস বিক্রেতাদের ধর্মঘট। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে আমেদাবাদে—ইট ও দর্জি শ্রমিকদের ধর্মঘট। ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত অনুরূপ ২৫ টি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটের নজির এদেশে পাওয়া যায়।

বিশ্বজুড়ে শিকাগো শহরের শ্রমিকদের আট ঘন্টার কাজের রক্তক্ষয়ী লড়াইকে স্মরণীয় করে রাখতে পয়লা মে 'আন্তর্জাতিক মে দিবস' হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। পল লাফার্গের প্রস্তাবক্রমে ১৮৯০ সালে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে এঙ্গেলসের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমাদের দেশে একক প্রচেষ্টা হিসেবে 'প্রথম মে দিবস' পালিত হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকতে শ্রমিকনেতা—সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার (ইনি কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন এবং কানপুরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন) সভাপতিত্বে ১৯২৩ সালে প্রথম মে দিবস পালন, শ্রমিক সমাবেশ ও রক্ত পতাকা উত্তোলন করা হয়। লাল ঝাণ্ডা না থাকায় কমরেড চেট্টিয়ার সেদিন নিজের কন্যার লাল শাড়ি ছিঁড়ে তা দিয়ে লাল পতাকা তৈরি করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রমিক সংগ্রামের মধ্যে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবার ফলে জাতীয় বুর্জোয়াদের থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র সত্তায় শ্রমিক সংগ্রাম ও সংহতি গড়ে উঠতে থাকে।

জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯২৮ সালে) মঞ্চের সম্মুখে বিশাল শ্রমিক মিছিল উপস্থিত হয় এবং 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগান দিতে থাকে।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যপক প্রসারে আইনসভায় প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ভাইসরয় আরউইন। এই সময় 'ট্রেড ডিসপিউট অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে ভগৎ সিংদের নেতৃত্বে পার্লামেন্টের ভিতরে যেমন বোমা নিক্ষেপ করে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তোলা হয়, একই রণধ্বণিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্কার্স এন্ড প্রেজেন্টস পার্টি'। তার প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে ওই কালা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সর্বাত্মক ধর্মঘটের আহ্বান জানায়।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ এরই পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র শ্রমিক আন্দোলনগুলিতে আতঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ৩১ জন নেতাকে দেশজুড়ে গ্রেপ্তার করে। শুরু করা হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। অধ্যাপক লাস্কি এই মামলাকে জার্মানিতে মিথ্যা 'রাইখস্টাগের আগুন লাগানোর' কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই মামলাতে বন্দী নেতারা আদালত কক্ষকে যেভাবে শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ও মতাদর্শ প্রচারে কাজে

—এরপর চারের পাতায়

এক ডজন প্রশ্ন

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ত্রাস হের ফ্যুয়েরার আডলফ হিটলার কবে কোথায় জন্মান? কবে আত্মহত্যা করেন? সঙ্গে কে আত্মহত্যা করেছিল?
২. ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কবে উদ্বোধন হয়? কে উদ্বোধন করেন?
৩. কোন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের জন্ম ও মৃত্যুদিন হ্যালির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল? তাঁর কবে জন্ম এবং কবে মৃত্যু হয়? তাঁর আসল নাম কি ছিল?
৪. প্রখ্যাত কবি মহঃ আল্লামা ইকবাল কবে প্রয়াত হন? কবে কোন পরিবারে জন্ম?
৫. কবি শঙ্খ ঘোষ-এর আসল নাম কি? তিনি কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
৬. আন্তর্জাতিক মাতৃ পৃথিবী দিবস কবে পালিত হয়? এবছরের বার্তা কী ছিল?
৭. ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবে এবং কেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
৮. কবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হওয়ার পর জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধে বিপ্লবীরা শহিদের মৃত্যুবরণ করেন? এই শহিদদের অন্যতম কে কে ছিলেন?
৯. দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কবে থেকে উৎপাদন শুরু করেছিল?
১০. ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কে? তিনি কবে শপথ নেন? জন্ম কবে এবং কোথায়?
১১. রাষ্ট্রসঙ্ঘ কবে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস ঘোষণা করে? কবে থেকে পালন শুরু হয়? এ বছরের বার্তা কী?
১২. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে জ্যোতি বসুকে 'ডিলিট' উপাধিতে ভূষিত করেছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

নীরব ঘাতক

কাকলি ঘোষ

চারজনের শেয়ারের অফিসের গাড়ি। ঠাসাঠাসি করে রোজ আসা। সরকারি দপ্তরের ছোটখাট গোছের অফিসার অনিমেষ। দুটি মেয়ে। বড়জন স্নাতকোত্তর করছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোটটি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট। সাজানো গোছানো সংসার। অনিমেষের আজকে অফিসে না আসারই কথা। কিন্তু মন্ত্রীর পি.এস. ডেকে পাঠিয়েছেন। আসতেই হল। উফ্ আবার উল্টোডাঙার মুখে জ্যাম। আরো মিনিট পনেরো যাবে। অনিমেষের ইচ্ছে করে একটা সিগারেট ধরাতে। কিন্তু গাড়ির মধ্যে তা হবে না। আজকে বিকেলে আবার পৌষালিকে নিয়ে নিউমার্কেটে যাবার কথা ছিল। কিন্তু ডেকে পাঠিয়েছে যখন ছাড়া পাবে কখন কে জানে? রিমলির আজ ইউনিভার্সিটি থেকে তাড়াতাড়ি ফেরার কথা। ওকে বাড়িতে রেখেই দু'জনে বেরোবে ঠিক করেছিল। মাঝখান থেকে এই তলব। দিনটাই মাটি হয়ে গেল। স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হল না। মন্ত্রী দেখিয়ে দিল। কপালে কী গেরো আছে কে জানে?

গাড়ি থেকে নেমে লিফটের লাইনে দাঁড়ায় অনিমেষ। লিফ্টম্যানের দেঁতো গুডমর্নিং। ঘাড় নাড়া না-নাড়ার মাঝামাঝি একটা ভঙ্গি করে লিফ্টে ওঠে অনিমেষ। ঘরে ঢুকে বেল দেয়। আর্দালিকে চায়ের কথা বলে। টেবিলে রাখা গ্লাসটার ঢাকনা সরিয়ে ঢক ঢক করে জলটা খেয়ে নেয়। ফ্যানটা বাড়িয়ে দেয়। ফেব্রুয়ারির শেষ এখনই ফ্যান চালাতে হচ্ছে। চেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়ে অনিমেষ। মনের মধ্যে খুঁত খুঁত করে, কেন ডেকেছেন? সে তো নিচের স্তরের অফিসার। কোনো গণ্ডগোল হলে তাকেই ধরবে। আর এখন তো গণ্ডগোলের বাজার। নানা চিন্তায় ভেতরটা অস্থির হয়ে ওঠে। আর্দালি ঘরে ঢোকে।

—স্যার, পি. এস. স্যার আপনাকে ডেকেছেন।

—হ্যাঁ চল। অনিমেষ বাকি জলটা গলায় ঢেলে চেয়ার ছেড়ে ওঠে। দুরু দুরু বুকে পি.এস-এর ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকে দেখে নেয় স্যারের মুখটার ভাব কি রকম? নির্লিপ্ত। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। পি. এস সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন—বসুন। আপনি সরস মেলার ফাইলটায় কোনো নোট দেননি কেন? শুধু বিলগুলো সাবমিট করেছেন।

—না স্যার, কী নোট দেব। সবেতেই তো এক্সেসিভ চার্জ।

—চার্জ এক্সেসিভ না মিনিমাম সেটা ভেরিফাই করার দায়িত্ব তো আপনার না। আপনার কাজ নোট দেওয়া। নোট দেবেন ব্যাস। নিন ফালটা নিন। নোটটা লিখুন। ফাইলটা অনিমেষের দিকে ছুঁড়ে দেন পি. এস। হাত কাঁপে অনিমেষের। কী লিখবে? কপাল ঘামতে শুরু করে। শুধু লেখে বিলস্ আর সাবমিটেড ফর পেমেন্ট।

চিন্তার বোঝা নিয়ে অনিমেষ পি.এসের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। টেবিলে বসে নানা চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। এগুলো অনেক টাকার বিল। কোনো পার্চেজ অর্ডার নেই। মুখের কথায় সব বিল। সই করলে বিপদ না করলেও বিপদ। এটাকে এড়াতে পারল না। অনিমেষ বেল টিপে আর্দালিকে ডেকে চা বানাতে বলল। এই মেলা টেলাগুলোর কোনো অথেনটিকশন নেই। এসব বিল এমনিই পাশ হয়ে যাচ্ছে। পরে অডিটের ঝামেলায় না পড়লে হয়।

চা রেখে আর্দালি বলল—স্যার চা। আর্দালির ডাকে সম্বিত ফিরে পায় অনিমেষ। কী ভেবে বলে—বিমলবাবুকে ডাক তো।

বিমলবাবু ঘরে এসে খেজুরে আলাপ জুড়লেন—হঠাৎ করে কেমন গরম পড়ে গেল দেখলেন স্যার। কেন ডেকেছেন স্যার?

—বসুন। আপনি পারচেজ অর্ডার ছাড়া বিল প্লেস করলেন কেন?

—পারচেজ অর্ডার তো হয় না স্যার। কোটেশন চেয়ে সাপ্লাই হয়ে যায়। সবই তো বোঝেন স্যার।

—আপনারা তো ল্যাজ দেখিয়েই খালাস। যত ল্যাটা আমাদের সামলাতে হয়।

—একটা কথা বলব স্যার। আজকে একটু আগে বেরোতাম। একটা কাজ ছিল।

—কী কাজ থাকে আপনার রোজ রোজ?

— ন্যা স্যার, ওই মেয়েটার জয়েন্ট পরীক্ষা। আজ কোচিং ছিল স্যার।

—ওঃ আপনার আব্দারের আর শেষ নেই।

ঘড়িটার দিকে তাকায় অনিমেষ। সাড়ে তিনটে। নিউ মার্কেটে সাড়ে চারটের মধ্যে পৌঁছতে গেলে এখনই বেরোতে হবে। শেয়ারে গাড়ি। এখন পাবে না। একটা ট্যাক্সি ডাকে অনিমেষ।

দুই

রিমলির অনেক আগেই ফেরার কথা। এখনও ফিরল না কেন? পৌষালী বারান্দার গাছগুলোতে জল দিতে দিতে ভাবে। যা দিনকাল পড়েছে, মেয়ের ফিরতে দেরি হলেই চিন্তা হয়। অনিমেষও এখনও ফিরছে না কেন? ওকে একটা ফোন করতে হবে। রিং হয়ে গেল। অনিমেষ ফোন তুলল না। পৌষালী আবার রিমলিকে ফোন করে। ফোন বেজে যায়। না বাবা, না মেয়ে কেউই ফিরল না।

কলিং বেলটা বেজে ওঠে। বেলের শব্দে পৌষালী ছুটে যায়—অনিমেষ।

—তোমাকে কখন থেকে ফোন করছি, তুমি ফোন ধরছো না কেন?

—কটা মিটিং-এ ছিলাম। কী হয়েছে?

—রিমলি এখনও ফেরেনি।

—ন'টা বেজে গেছে। এখনও ঘরে ফেরেনি!

—না, কোনদিন তো এত দেরি করে না। ক্লাসের পর সেন্ট্রাল লাইব্রেরি যাবে বলেছিল, কিন্তু তাতে করে তো এত দেরি হবার কথা না। ফোন করছি, 'আউট অফ নেটওয়ার্ক কভারেজ এরিয়া' বলছে। বড় চিন্তা হচ্ছে গো।

—রুমনির তো আজকে আসার কথা ও এসেছে?

—হ্যাঁ, রুমনি তো কখন ফিরেছে। বাবা-মার ওখানে গেছে। বলল, দাদু-দিদানের সঙ্গে দেখা করে আসি।

বেল বেজে উঠল। পৌষালী ছুটে যায় দরজা খুলতে। রুমনি, একটা চাপা অস্থিরতা গলা বেয়ে উঠে আসে। পৌষালী—ওঃ।

—মা, দিদি এখনও ফিরল না। দশটা পনেরো। ওকে এখনও ফোনে পাচ্ছি না, তুমি পেয়েছো? ওর বন্ধুদের ফোন করেছো?

—হ্যাঁ, বিদিশা, ঐশী দুজনেই বলল ও ক্লাস শেষে লাইব্রেরি যাবে বলে বাসে উঠেছে।

—তাহলে?

—আমি আর ভাবতে পারছি না। পৌষালি সোফায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

—তুমি, তুমি কিছু একটা কর। থানায় খবর দাও।

—তোমার কী মাথা খারাপ? এই বয়সের মেয়ে নিখোঁজ। এখন থানায় গেলে টি টি পড়ে যাবে। কেলেঙ্কারির আর শেষ থাকবে না।

— তা বলে হাতে হাত ধরে বসে থাকবে?

রাত নামছে। পাড়া ক্রমশ নিস্তব্ধ হচ্ছে। রাস্তায় বেওয়ারিশ কুকুরগুলো একটানা ডেকে চলেছে। ওদের ডাক ঘরের স্তব্ধতা আর উৎকণ্ঠাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

—এক গ্লাস জল দাও তো। সোফায় বসে টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে অনিমেষ।

—কার নম্বর খুঁজছো?

—সেন্ট্রাল লাইব্রেরির। যদি ওরা কোনো খবর দিতে পারে।

—তোমার জন্য এত রাত পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা আছে?

টিং টং, বেলটা একবার বেজেই থেমে গেল।

—কে? পৌষালী দরজা খুলতে ছুটে যায়।

রিমলি? ওঃ এত রাত্রি হলো কেন? এ কী? জামাকাপড়ের এ কী অবস্থা? কী হয়েছে?

মা বলে রিমলি পৌষালিকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

—আঃ কী হচ্ছে কী। দরজাটা আগে বন্ধ কর। অনিমেষ উঠে এসে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

রিমলির বিধ্বস্ত চেহারা দেখে সবার বুঝতে বাকি থাকে না ওর সাথে কী হয়েছে।

অনিমেষ বলে—পৌষালী ওকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে দাও। ওকে এক গ্লাস গরম দুধ দাও।

—না। দিদি আমার সঙ্গে থানায় যাবে।

—থানায় যাবে মানে? এ ঘটনা জানাজানি হলে আমরা লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারব?

—বাবা, তুমি বুঝতে পারছো না দিদির সঙ্গে এটা কী করে হলো? কারা ছিল? অপরাধীর শাস্তি দিতেই হবে।

—বাপি, আমি কোথাও যাইনি। আমি লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে একটা অটো ধরলাম। ঐ অটোতে আরো দু'জন ছেলে ছিল। কিছুটা যাবার পর অটোটা উল্টো রাস্তা ধরে। আমি চিৎকার করে উঠি। ওরা আমার মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর আমাকে একটা ফাঁকা মাঠে নিয়ে যায়। আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে আমি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলাম। এক সর্দারজি ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছিল। আমার অবস্থা দেখে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

—তোকে তোকে সিকিউরিটি দেখেনি তো? কিছু বুঝতে পেরেছে?

—বাপি, তুমি এমন করছো যেন দিদি একটা অপরাধ করে এসেছে। এতে ওর দোষ কোথায়?

—তোরা চুপ কর। আমার কী অবস্থা হলো আমি বুঝছি। তোদের বাপি তো ঠিক কথাই বলেছে। জানাজানি হলে রিমলির বিয়ে দিতে পারব? কত স্বপ্ন ছিল ওকে নিয়ে। সব সব নষ্ট হয়ে গেল।

—মা, দেখ দিদির অবস্থা। কেমন কাঁপছে দেখ। ওকে একটু গরম দুধ দাও। তারপর আমরা থানায় যাব।

—না, না, কখনোই না। ওকে বাড়িতে রাখ ক'দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কেন দিদি বাড়িতে বন্ধ থাকবে? ও কি অচ্ছুত? যারা এই পাশবিক কাজ করেছে তাদের শাস্তি দিতে হবে। সব দায়ভার, সব নর্দমার জল মেয়েদের

—এরপর চারের পাতায়

লাশ-কথা

দেবেশ ঠাকুর

মৃত্যুর পরে লাশ চুরি হয় জানি
এ বৃত্তি বড়ো মুনাফা যোগায় দেশে
নামিদামি লাশ করো রোজ আমদানি
ছাই-এর বেসাতি জেতাবে কি কান ঘেঁষে?

বীরভূমি থেকে শুনেছি গীতার বাণী
উন্নয়নের উদ্যত সমাচার
উদ্ধত কা'র খড়্গের ধার খানি
কা'র প্রশ্রয়ে হয়েছিল উৎসার!

সকলে শাক্ত, সকলে শাণ্ড্য নয়
ভিন্ন শব্দে সহিষ্ণুতায় টাল
সৃজন বলছে, মেরুদণ্ডের জয়
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আধপোড়া কঙ্কাল।

মগজ বেচেছো, শিরদাঁড়া বেচো যারা
এঁটোকাটা পেলে তাড়িয়ে নাড়ছো লেজ
তাদের জন্য শ্রী-র কাঙ্খিত ধারা
ঝাড়বাতি জ্বলে যেখানে জ্বলত শেজ।

শব্দের চেয়ে সোচ্চার নীরবতা
নৈশব্দ্যের হিমায়িত যত আগুন
আশ্রিত গাছে প্রভূত আলোকলতা
ঘুমোতে চাইছে ঘুমোন অথবা জাগুন।

অরণ্য থেকে জঙ্গল হলো যদি
শেয়াল অথবা হায়নার লাল চোখ
ক্ষমতার খাতে প্রবাহ রক্তনদী
মৃত্যু দেখেও নির্বাক বীতশোক।

শ্বাপদ ছুটছে অরণ্য অধিকারে
ডিঙিয়ে যাচ্ছে লাশের উপর লাশ
বাতাস কাঁদছে সোরা আর সালফারে
প্রহর গুনছে দাহের সর্বনাশ।

ভাবনারা নিঃশব্দে জাগে

কৃষ্ণা কর্মকার

ভাবি, খুব ভাবি,
একদিন গন্তব্য ভুলে এলোমেলো পায়ে হেঁটে যাবো,
বুকে থমকে থাকা ঝোড়ো বাতাসটাকে বের করে
গাছেদের গায়ে মেলে দেবো একদিন,
মনে মনে আওড়ানো কথাদের একদিন হাতে নিয়ে
নক্ষত্রের মতো সাজিয়ে দেবো আকাশের গায়ে,
সকালের সূর্যের গায়ে পরিয়ে দেবো একদিন
অব্যক্ত ভালোবাসার নামাবলী,
হৃদয়ের রঙে তুলি ভিজিয়ে চাঁদের বুকে এঁকে রাখবো
একদিন গোপন অভিসারের মানচিত্র,
নদীর জলে বাসি ফুল ভাসানোর মতোই
ভাসিয়ে দেবো একদিন,
পাট পাট করে সাজানো,
ন্যাপথলিনের গন্ধমাখা দিনরাত্তিরগুলো,
পাদপ্রদীপে আলোকিত অভিনয় মাঝখানে ভেঙে
মঞ্চ ছেড়ে চলে যাবো একদিন
কাঁচা আলপথ ধরে, উদ্দেশ্যহীন ।

ভাবি, খুব ভাবি,
খোলা প্রান্তরের মতো,
এই হৃদয় একদিন স্পষ্ট আলোয় মেলে দেবো,
স্পষ্ট ভাষায় বলে যাবো একদিন,
তোমাদের মাঝে থেকেও আমি ছিলাম না কোনোদিন
তোমাদের কাছে আমি মনে মনে থাকি না কোনোদিন
তোমাদের পথে আমি মনে মনে আসি না কোনোদিন।

ভাবি, খুব ভাবি,
রাতের জানালায় খোলা চোখ পেতে,
ভেবে যাই.... আর ভেবে যাই....

প্রকাশ্য দিবালোক পেলে জিভে কি পদ্মকাঁটা ফোটে?

মুক্ত-যুক্ত

দেবব্রত হাতী

বিরোধী-মুক্ত দেশ,
প্রশ্ন-মুক্ত সংসদ,
ছাত্র-মুক্ত স্কুল,
চাকরি-মুক্ত যুবক,
চাষ-মুক্ত কৃষক,
কারখানা-মুক্ত শ্রমিক,
মুক্ত-বদলে,যুক্ত- হোক,
যুক্তি-তর্ক, গল্প হোক।

দূষণ-যুক্ত পৃথিবী,
দুর্নীতি-যুক্ত দেশ,
ভয়-যুক্ত মানুষ,
করোনা-যুক্ত সমাজ,
ক্ষুধা-যুক্ত ধরণী,
অন্ধকার-যুক্ত দিন,
যুক্ত-বদলে,মুক্ত-হোক,
যুক্তি -তর্ক-গল্প হোক।।

কবিতা মানুষ

মনামী ঘোষ

বাবুদের লজ্জা হল?
মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়
ধারালো শব্দ মিছিল
কষাঘাত, বিবেক নাড়ায়!

শঙ্খ স্তব্ধ হল?
কবিতার ঢেউ কি থামে?
তোমার ওই চাবুক কলম
প্রতিবাদ অন্য নামে

এতো যে কথা বলি
তার চেয়ে শব্দহীনই
স্তব্ধ বাঙ্ময়ওতো
তার কাছে শব্দ ঋণী

কবিতায় মূর্ত ছিল
শব্দে ছন্দে গাঁথা
বোধে সেই বিমূর্ততা
মশাইয়ের এ কলকাতা

শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার কথা স্মরণ

—দুয়ের পাতার পর

ব্যবহার করেছিলেন তা অসাধারণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯২৯ সাল থেকে বিশ্ব মহামন্দা দেখা দিলে ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে প্রবল সংকট দেখা দেয়। শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে নেমে আসে চরম বেকারি, ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত আক্রমণ। কিন্তু ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরে AITUC-র অধিবেশনে একদিকে কমিউনিস্ট ও বাম মনোভাবাপন্ন জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী, অপরদিকে দক্ষিণপন্থী ও সংস্কারপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত সংঘর্ষ শ্রমিক সংগঠনকে দ্বিধাবিভক্ত করে তোলে। মূলতঃ শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশ্নেই এই বিভাজন প্রকট হয়ে ওঠে। অথচ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তখন একান্তই জরুরি ছিল। বামপন্থীরাই তখন একাধারে ট্রেডইউনিয়নের অধিকারের দাবি এবং অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের মধ্যেই ফ্যাসিবাদের জন্ম। ১৯৩৫ সালে জর্জি ডিমিট্রভের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে—'যুক্তফ্রন্টের থিসিস' এবং ১৯৩৬ সালে 'দত্ত- ব্রাডলি' দলিলে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট' গঠনের আহ্বান- পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণিকে প্রভাবিত করে।

আমাদের দেশেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণি একদিকে নির্মম ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র বদল হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে 'জনযুদ্ধের' স্লোগান তোলা হয়, যা শ্রমিকশ্রেণির বড় অংশকেই প্রভাবিত করেছিল। তখন একাংশ গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলাই শ্রমিকদের উচিত এই দাবি তোলে। এম এন রায়ের নেতৃত্বে অপর একাংশ বৃটিশ সরকারকে সহযোগিতার প্রস্তাব তোলে।

আবার ভারতের পূর্ব সীমান্তে ফ্যাসিবাদের বিপদ উপস্থিত হওয়ার পরেও জাতীয় কংগ্রেস তাদের পূর্ব অবস্থানে অনড় থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিবাদ কারো সম্পর্কে ভারতীয় জনগণের সহানুভূতি না থাকার দরুন ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণি তার অবস্থান গ্রহণে এই সময় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ও দোদুল্যমান হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৫, ১৯৪৬ সালে অস্বাভাবিক ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট বৃদ্ধি পায়। নৌবিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার, রশিদ আলী দিবস, যেকোনো রাজনৈতিক ঘটনায় লড়াই-সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা ও নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট বেড়ে যায়। এতে ভয় পেয়ে কংগ্রেস কমিউনিস্টবিরোধী অভিযানে লিপ্ত হয়। অথচ ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে—কংগ্রেস, মুসলিম লীগের পরেই শ্রমিকশ্রেণির সমর্থনপুষ্ট হয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে আসে কমিউনিস্ট পার্টি। এই সময় শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির 'খন্ডিত স্বাধীনতার' বিষয়টিকে সামনে এনে অর্থনৈতিক মুক্তির দাবির প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্ব দিয়ে প্রচার নিয়ে আসে।

অপরপক্ষে দেশভাগ, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে বুঁদ থেকে কংগ্রেস শ্রেণিসংগ্রাম বিমুখ শ্রমিক সাধারণকে নিয়ে পৃথক শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। এরই পরিণতিতে ১৯৪৭ সালের ৩মে ঐক্যবদ্ধ শ্রেণিসংগ্রাম পুষ্ট শ্রমিক আন্দোলনকে হত্যা করে জন্ম দেওয়া হয় শ্রমিক সংগঠন—আই এন টি ইউ সি-র।

অপরদিকে সংকীর্ণতাবাদ ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে জন্ম হয় সি আই টি ইউ এর (১৯৭০)। তার পর বহু আন্দোলনের পথে সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ পেরিয়ে আজ এ দেশের শ্রমিক শ্রেণির আস্থা, বল, ভরসা, সি আই টি ইউ। প্রায় ২১টি সর্বভারতীয় সফল ধর্মঘটের অভিজ্ঞতায় প্রাণিত সিআইটিইউ। লক্ষ্যে অবিচল। কঠিন পরিস্থিতিতে সংগঠনের শক্তিতে স্থিতধী হয়ে বেঁধে চলেছে লড়াই সংগ্রামের নতুন নতুন সুর। মে দিবস হোক সেই প্রেরণার ও অঙ্গীকারের পুনঃনবীকরণ। করোনাউত্তর পৃথিবীকে বিকল্পের পথ দেখাবে সিআইটিইউ এর শ্রমিক সংগঠনগুলি। গড়ে উঠবে শ্রমজীবীর বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল, জার্মানির ব্রুনো ইন শহরে এক দরিদ্র চর্মকার পরিবারে, ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল। সঙ্গে বান্ধবী ইভা ব্রাউন। ২. ১৯৬২ সালের ২০ এপ্রিল, মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড. গলব্রেথ। ৩. মার্ক টোয়েন। জন্ম ১৮৩৫ সালের ৩০ নভেম্বর, মৃত্যু ১৯১০ সালের ২১ এপ্রিল, আসল নাম ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স। ৪. ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল, জন্ম ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর, কাশ্মীরি এক পরিবারে। ৫. চিত্তপ্রিয় ঘোষ, ২০২১ সালের ২১ এপ্রিল, জন্ম ১৯৩২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। ৬. ২২ এপ্রিল, 'আমাদের পৃথিবীকে পুনঃস্থাপিত কর'। ৭. ১৮৩৯ সালের ২২ এপ্রিল, হিন্দ ল কমিটির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ। ৮. ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিল, শহিদ হন যথাক্রমে হরিগোপাল বল, অরবিন্দ দস্তিদার, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, জীতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, মতিলাল কানুনগো, নরেশচন্দ্র রায়, নির্মল লাহা, প্রভাস বল, পুলিনবিকাশ ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত, ত্রিপুরা সেন প্রমুখ। ১০. এন. ভি রামান্না, ২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল, জন্ম ১৯৫৭ সালের ২৭ আগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশের পোন্নাভারম গ্রামে। ১১. ২৫ এপ্রিল, ২০১০ সাল থেকে, 'রিচিং দ্য জিরো ম্যালেরিয়া টার্গেট'। ১২. ২৬ এপ্রিল ২০০৮ সাল।

নীরব ঘাতক

—তিনের পাতার পর

কেন বহন করতে হবে? আগে ডাক্তারকাকুকে ফোন করব তারপর থানায় যাব।

—ডাক্তারকাকুকে কেন? কাউকে জানানোর দরকার নেই। পৌষালি কাঁদতে কাঁদতে বলে।

অনিমেষ ফোনটা তুলে ডায়াল করতে করতে বলে—পরে কী অঘটন ঘটবে জানি না। ডাক্তারকে তো ফোন করতেই হবে।

—হায় ভগবান! কী পাপ করেছিলাম যে এতবড় শাস্তি তুমি আমাকে দিলে? কেন জন্মেছিলি হতভাগী? এখন মনে হচ্ছে জন্মানোর সময় কেন মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলিনি!

—ঠিক বলেছো মা। প্রতিদিন তিল তিল মরণের সঙ্গে লড়তে হয় আমাদের। ঘরে বাইরে সর্বত্র আমরা নিরাপত্তাহীন। সমাজের চোখে আমরা এক টুকরো মাংস। প্রতিদিন মরণকে দেখি আমরা। প্রতি মুহূর্ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি আমরা। প্রতি মুহূর্ত চরম অসম্মানের দোরগোড়াতে দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। তারচেয়ে একবারের একটি হত্যা হয়তো বার বার অসংখ্য হত্যা থেকে বাঁচাত আমাদের।

পৌষালি ভাবে সেও তো একটা মেয়ে। তার মাও তার জন্য সবসময় এমনই উদ্বিগ্ন থাকতেন। এখন তিনি সেই অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। কন্যা এমনই একটি খেলনা—যাকে ইচ্ছে করলে ভ্রূণ অবস্থায় মেরে ফেলা যায়, তাকে নিয়ে খেলা যায়, তাকে যখন খুশি ধর্ষণ করা যায়, তাকে হত্যাও করা যায় নিঃসঙ্কোচে।

প্রতিদিন যত ধর্ষণ ঘটে, যত নারী হত্যা হয়, যত মোমবাতি মিছিল হয়—সব কিছুর পরে একটাই প্রশ্ন জেগে থাকে—কেন এই হত্যা? কেন? কী আমাদের অপরাধ?

অনিমেষ ভাবে, চিরকাল সময়কে পাশ কাটিয়ে চলতে চেয়েছে সে। কিন্তু আজ যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, পালাবার যখন কোন পথ নেই তখন তাকেই তো প্রতিকার করতে হবে। যখন কাগজে এই ঘটনাগুলো পড়ে তখন তো কখনো প্রতিবাদ মুখর হয় না। নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শোয়। ভাবে তার জীবনে এমন ঘটনা ঘটবে না। প্রতিদিন নীরব থেকে সেও কি ঘাতক নয়? সমাজের এই ঘৃণ্য ব্যাধি কি তার উদাসীনতায় এক বিন্দুও বাড়েনি? সেও তো একজন ঘাতক। একজন নীরব হত্যাকারী। তার মেয়ের, তার মেয়ের মতো আরো অনেকের।

...এবং আমরাও...

প্রান্তজন—আত্মজন (৩)

রত্না রশীদ

আমার বাপি বেশ উঁচু পদেই কাজ করতেন। সরকারি নিয়মানুযায়ী কোনো প্রশাসক পদাধিকারী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করতে পারে না, সে যেহেতু সরকারি প্রতিনিধি। কিন্তু সরকারি নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে কোনোদিনই সরকারি ফতোয়া গ্রাহ্য করলে চলে না। বাপি আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতে থাকতেই বাপিকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল। সেই দেখে আশপাশের কিছু কাকু-জ্যেঠু তড়িঘড়ি ধর্মঘট ভেঙে নিজের নিজের কাজ যোগ দিয়ে দিলো। ওরা আর আমাদের বাড়িতে আসে না, আমাদের খোঁজ খবরও নেয় না, সামনা-সামনি পড়ে গেলে গম্ভীরভাবে মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। চাকরি বাঁচাবার স্বার্থে ওরা এমন করলেও আমাদের প্রতিবেশী কাকিমা-জোঠিমারা কিন্তু নিজেদের লড়াইয়ের লক্ষ্যে অনড়-অচল। নিজেদের রান্নাঘরের উনুনটা নিভতে না দেওয়ার জন্য তাঁদের স্বামীরা কাজে যোগ দিলেও, কাকিমা জ্যোঠিমারা লড়াইটা জারি রেখে চলেছিলেন। এতো ছোট ছিলাম যে ওঁরা যখন মায়ের কাছে এসে আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতেন, আমাকে এবং অন্যান্য বাচ্চাদেরও ওখান থেকে সরে যেতে বলতেন। তাই কথাবার্তা কিছুই শুনতে বা জানতে পারিনি। কিন্তু বাস্তব কর্মকাণ্ড তো লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আন্দোলন করতে মিছিলে ওঁরা নিজের নিজের ছেলে-মেয়ের হাত ধরেই যেতেন।

আমার সন তারিখ মনে নেই, সেবার গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে চব্বিশ ঘন্টার রেল-রোকো আন্দোলন। বেশ কদিন যাবৎ এলাকায় মায়েদের মিছিল বেরোচ্ছে—

— .....তারিখ কি হবে?

—রেলের চাকা জ্যাম হবে।

— .... তারিখ ক্যায় হোগা?

— রেলকা চাক্কা বন্ধ হোগা।

আমরা কচিকাঁচারা মহানন্দে মা-কাকিমাদের সঙ্গে গলা ছেড়ে শ্লোগান দিতাম—কী আনন্দ যে হতো আমাদের তা বলার নয়। এক তো বড়োরা তাদের কাজে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছে, উপরন্তু গলা ছেড়ে শ্লোগান দেবার সুযোগ। আনন্দের চোটে আমরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতাম—যেন বা উৎসব এসেছে নেমে।

সর্বভারতীয় রেল-ধর্মঘটের দিন সকাল আটটা নাগাদ আমার মা, পাড়ার কাকিমা-জ্যেঠিমারা মিলে ৩০/৪০ জন (সঙ্গে আরো ৫০/৬০টা ছোট ছেলে-মেয়ে) মিছিল করে আমরা লোকো শেডের অফিসে পৌঁছে গেলাম। লোকজন কম ছিল—একজন চেনাশোনা কাকু চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এসে বললো—"বৌদি, অফিস থেকে আমরা শুধু ডিউটি অর্ডার ইস্যু করি। রেল তো চালাই না, আপনারা বরং রেললাইনে গিয়ে রেল অবরোধ করুন।"

মা হাসিমুখেই বললো—জানি ঠাকুরপো, এই অফিসের ভেতর রেললাইন পাতা নেই। তবে আপনাদের কলমইতো রেলগাড়ি চালায়, লাইন লাগে না।

—আমি কি করবো বলুন, আমাকে তো অফিসটা খুলে রাখতেই হবে।

—সে আপনি আর কি করবেন! তবে এলাকার বৌ-মেয়েরা আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলবেন। আপনার সহকর্মীদের বলুন না একটু বাইরে এসে কথা বলতে। আমরা দলবেঁধে অফিসের ভেতরে ঢুকে অফিসের ডিগনিটি নষ্ট করতে চাই না।

—দেখছি, একটু অপেক্ষা করুন।

বলে অফিসার কাকু ভেতরে গিয়ে সবাইকে (৫/৬ জন মাত্র) কিসব বলে টলে সদলবলে বাইরে এসে মা-কাকিমাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। এই ফাঁকে শান্তি কাকিমা চুপচাপ সকলের চোখ এড়িয়ে গিয়ে অফিসের দরজায় একটা ঢাউস তালা লাগিয়ে দিল।

—কাল সকাল ছটার সময় চাবিটা দিয়ে যাবো।

অফিসের লোকজন হতভম্ব। —এটা কী হলো বৌদি! আপনাদের কথায় বাইরে এলাম বলে...

—সবাই যাতে ঠিকমতো নিজেদের চাকরিটা করতে পারেন, তার জন্যই এটা হলো। আর বাইরে যদি না বেরিয়ে আসতেন, আপনাদের ভেতরে রেখেই দরজায় তালাবন্ধ করে দিতাম। চব্বিশটি ঘন্টা না জল, না হাওয়া, না খাওয়া-দাওয়া, না বিশ্রাম, কতো কষ্ট হতো বলুন তো! একেবারে বন্দীদশা। আপনাদের ভালোর জন্যই আপনাদের বাইরে বের করে আনা হয়েছে।

লোকোশেডের অফিসে সাকসেসফুল অভিযান সেরে আমরা রানিংরুম পেরিয়ে সদলবলে শ্লোগান দিতে দিতে রেললাইনের দিকে এগিয়ে চললাম। আপ বা ডাউন যে-কোনো ট্রেন এলেই রুখে দেবো আমরা। আমাদের সেই দলে একজনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষ ছিলেন না।

(চলবে)

এক সাধারণ পাঠকের অনুভবের কথা

—প্রথম পাতার পর

তাঁর পাওয়া পুরস্কারের সংখ্যাও অনেক—সাহিত্য আকাদেমি, নরসিং দাস, রবীন্দ্র পুরস্কার, দেশিকোত্তম, পদ্মভূষণ, জ্ঞানপীঠ প্রভৃতি অজস্র পুরস্কার তিনি পেয়েছেন।

সবশেষে একটি একান্তই ব্যক্তিগত অনুভবের কথা বলি—আমার ছেলে খুব কবিতার পাঠক। দিল্লির কাছে নয়ড়ায় থাকে। কাল রাত্রে ফোনে কথা বলতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষের 'আড়ালে' কবিতাটিকে মিষ্টি প্রেমের কবিতা বলে উল্লেখ করলাম, সেই যে সেই পংক্তিটি "তোমাকে বকব, ভীষণ বকবো আড়ালে।"। আমার ছেলে টেলিফোনেই একের পর এক প্রতিবাদের কবিতা শোনাতে লাগল—দুই প্রজন্মের মা ও ছেলে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আপ্লুত হয়ে গেল।

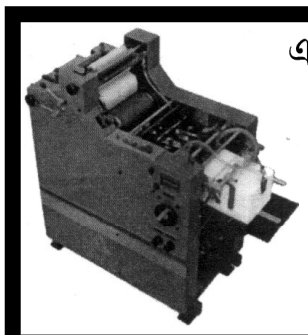

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

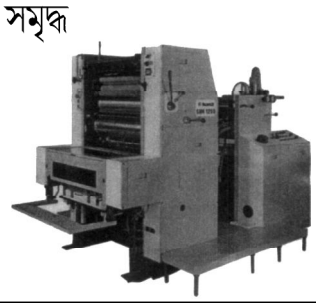

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা